41

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 08 OCT 1994 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

৩৪ হাজার অনানুষ্ঠানিক স্কুল খোলা হবে

মোস্তাক মোবারকী

দাতা সংস্থার অর্থ সাহায্য আগামী উনিশ শ' পঁচানব্বই সালে সারা দেশে প্রাথমিক পর্যায়ের চৌত্রিশ হাজার অনানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। এতে ব্যয় হবে পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশী টাকায় এই অর্থের পরিমাণ দু' শ' কোটির বেশি। খবর নির্ভরযোগ্য সূত্রের।

সূত্র জানায়, (নেদারল্যান্ডস সরকারের ডিজি আইএস, ব্রিটেনের ওডিএ, জার্মানির কেএফডব্লিউ, নভীব, সিডা ও ইউনিসেফের অর্থ সাহায্যে বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটির (ব্র্যাক) উদ্যোগে এই চৌত্রিশ হাজার অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে। এ ব্যাপারে ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদন পাওয়া গেছে।

সূত্র জানায়, দু'পর্যায়ে এসব বিদ্যালয় পরিচালনা করা হবে। প্রথম পর্যায়ে বিদ্যালয়ে আট থেকে দশ বছর বয়সের এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের বিদ্যালয়ে এগারো থেকে ষোল বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করবে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে ত্রিশজন ছাত্র-ছাত্রী থাকবে। তাদের মধ্যে শতকরা সত্তরভাগ মেয়ে এবং ত্রিশভাগ ছেলে থাকার কথা। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাতে প্রতি ছাত্র-ছাত্রীপিছু বছরে আঠার ডলারের সমপরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র আরও জানায়, দশ বছর বয়স পর্যন্ত তিন বছরের কোর্স শেষ করার পর ছেলে-মেয়েরা সরকার পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে। দশ বছর বয়স পর্যন্ত যারা লেখা পড়া করার সুযোগ পায় না, তাদের জন্যও একই ধরনের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা হবে। তবে যেহেতু, তারা কোর্স শেষ করার পর বয়স বেশি হবার কারণে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারে না, সেহেতু তাদের জন্য কিশোরী পাঠাগার চালু করার পরিকল্পনা নেয়া হবে বলে ঐ সূত্র থেকে জানা যায়।

সূত্র জানায়, যে সব গ্রামে বিদ্যালয় চালু করা হবে। ঐ সব গ্রামের গৃহবধূদেরই শিক্ষিকা নিয়োগ করা হবে।

(শেষ পৃষ্ঠা ৪ কঃ দেখুন)

৩৪ হাজার (প্রথম পাতার পর)

তাদের কাজকর্ম তদারক করার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মসূচী সংগঠক নিয়োগ করা হবে। একজন কর্মসূচী সংগঠক ষোলটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তদারক করবেন। কর্মসূচী সংগঠকরা কমপক্ষে স্নাতক ডিগ্রীধারী হবেন। বিদ্যালয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিমাসে একবার করে অভিভাবকদের নিয়ে বৈঠক করা হবে। অভিভাবকদের মতামত ও সুপারিশ নেয়া হবে। একেকটি বিদ্যালয়ে একজন করে শিক্ষিকা থাকবেন। প্রত্যেক শিক্ষিকাকে প্রতিমাসে পাঁচ শ' টাকা সম্মানী ভাতা দেয়া হবে বলে ঐ সূত্র জানায়।